ইউনিট ১১

সংবিধান

ভূমিকা

সংবিধান হল রাষ্ট্রের দর্পণ। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য লিখিত ও অলিখিত নিয়মাবলির সমষ্টিকে সংবিধান বলে। সরকার গঠনের পদ্ধতি ও সরকারের ক্ষমতার বিভিন্ন দিক, জনগণের সাথে সরকারের সম্পর্ক, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রকৃতি ও পরিধি সংবিধানে নির্ধারিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে সংবিধান হল কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিধান, যে বিধানের দ্বারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ ও অংশের মধ্যে সংযুক্তি ঘটে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং সমগ্র জাতির জীবন পদ্ধতি সংবিধানের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সংবিধানকে লিপিবদ্ধকরণ ও সংশোধনের ভিত্তিতে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা–

(ক) সংবিধান লিপিবদ্ধ করণের ভিত্তিতে : ১. লিখিত সংবিধান ২. অলিখিত সংবিধান।

(খ) সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির ভিত্তিতে : ১. সুপরিবর্তনীয় ২. দুষ্পরিবর্তনীয়।

সংবিধান সংক্রান্ত আলোচনায় বিভিন্ন দেশের সংবিধান কিভাবে গড়ে উঠেছে, কোন্ সংবিধান উত্তম-এ সকল প্রশ্ন চলে আসে। যে সংবিধান জনগণের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য, সংক্ষিপ্ত, যুগোপযোগী, স্থায়ী ও মৌলিক অধিকার সংম্বলিত তাই উত্তম সংবিধান। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : সংবিধানের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ।
পাঠ-২ : সংবিধান প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদ্ধতি।
পাঠ-৩ : উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য।

পাঠ-১ : সংবিধানের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সংবিধানের সংজ্ঞা জানতে পারবেন ।
- সংবিধানের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করতে পারবেন ।

সংবিধান

প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব সংবিধান থাকে । সংবিধান রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি । একটি রাষ্ট্রকে তার সংবিধান দ্বারা জানা যায় । সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় । সরকারের রূপ, সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত হয় । সংবিধান হল রাষ্ট্রের সে সব নীতিমালা, যা দ্বারা রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় ।

সংবিধানের সংজ্ঞা

এরিস্টটল বলেন, 'সংবিধান হল রাষ্ট্র কর্তৃক পছন্দকৃত জীবন প্রণালী ।'

কে সি হুইয়ার বলেন, "কোন্ উদ্দেশ্যে এবং কোন্ কোন্ বিভাগের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চর্চা করা হবে সেগুলো যে দলিল বা বিধিমালা নির্ধারণ করে তাই সংবিধান ।"

লর্ড ব্রাইস বলেন, "রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার জন্য আইন ও রীতিনীতির সমষ্টিকেই সংবিধান বলে ।"

সি. এফ. স্ট্রং বলেন, "সংবিধান হল কতগুলো নিয়মের সমষ্টি যা দ্বারা শাসকের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের সামঞ্জস্য বিধান করে ।"

ডাইসি বলেন, "প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে সকল বিধিবিধান রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার বণ্টন অথবা প্রয়োগের রীতি-নীতিকে প্রভাবিত করে তাই সংবিধান ।"

গিলক্রাইস্ট বলেন, "সংবিধান হল কতগুলো লিখিত বা অলিখিত নিয়মের সমষ্টি যা দ্বারা সরকার গঠিত হয়, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় এবং ঐসব বিভাগের কাজের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা হয় ।"

সুতরাং সংবিধান হল সরকার ও তার বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন, ক্ষমতা বণ্টন এবং শাসক ও শাসিতের অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত কতগুলো মৌলিক নীতির সমষ্টি । সংবিধানবিহীন রাষ্ট্রের কথা কল্পনা যায় না ।

সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানের প্রকৃতি, ধরন ও যথার্থ স্বরূপ জানার সুবিধার্থে সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে । সাধারণত দুটি ভিত্তি অনুযায়ী সংবিধানকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ।

১ । লিপিবদ্ধকরণের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর ভিত্তি করে সংবিধানকে দুভাগে ভাগ করা হয় । যেমন– (১) লিখিত সংবিধান ও (২) অলিখিত সংবিধান ।

২ । সংশোধন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সংবিধানকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় । যেমন– (১) সুপরিবর্তনীয় সংবিধান ও (২) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান ।

লিখিত সংবিধান

কোন রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার মৌলিক নিয়ম-কানুনগুলো যখন এক বা একাধিক দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে তখন তাকে লিখিত সংবিধান বলে। যেমন– বাংলাদেশ, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশের সংবিধান লিখিত।

অলিখিত সংবিধান

কোন রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার মৌলিক নিয়ম-কানুনগুলো অধিকাংশই যখন কোন দলিলে লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ থাকে না তখন তাকে অলিখিত সংবিধান বলে। অলিখিত সংবিধান মূলত প্রথা, বিচারকের রায়, আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এরূপ সংবিধান তৈরি হয় না, গড়ে ওঠে। এ সংবিধানের কিছু কিছু ধারা বিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। যেমন– ব্রিটিশ সংবিধান। ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে অলিখিত সংবিধান গড়ে ওঠে। কোন সংবিধান পরিষদ কর্তৃক অলিখিত সংবিধানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় না। সুতরাং অলিখিত সংবিধান হল যার অধিকাংশই অলিখিত আর অল্প অংশ লিখিত। যেমন– যুক্তরাজ্যের সংবিধান।

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তীনীয় সংবিধান

সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে লর্ড ব্রাইস সংবিধানকে সুপারিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয়– এ দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো–

সুপরিবর্তনীয় সংবিধান

সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে সেই সংবিধানকে বোঝায় যা সাধারণ আইন তৈরির নীতি ও পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায়। এ সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করার জন্য কোন জটিল বা পৃথক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় না। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আইন সভা এর যে কোন ধারা সংশোধন করতে পারে। ব্রিটিশ সংবিধান এবং নিউজিল্যাণ্ডের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় সংবিধান।

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান

যে সংবিধান পরিবর্তন ও সংশোধন করতে বিশেষ এবং জটিল পদ্ধতির অবলম্বন করতে হয় তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলে। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানকে সাধারণ আইন তৈরির পদ্ধতিতে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না। যেমন বাংলাদেশের সাধারণ আইন প্রণয়ন করতে আইন সভার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন হয়। কিন্তু সংবিধান পরিবর্তন করতে হলে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানও দুষ্পরিবর্তনীয়। কেননা সে দেশের সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করার জন্য জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

সারসংক্ষেপ

সংবিধান হল রাষ্ট্রে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার মৌলিক দলিল। সংবিধান অনুযায়ী সরকার পরিচালিত হয় এবং সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। সংবিধান লিখিত এবং অলিখিত হতে পারে তবে সংশোধনের দিক থেকে সংবিধান সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়–

(ক) শাসকের ইচ্ছা দ্বারা (খ) সাধারণ আইন দ্বারা

(গ) সংবিধান দ্বারা (ঘ) ধর্মীয় বিধান দ্বারা

২। অলিখিত সংবিধানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ–

(ক) বাংলাদেশ (খ) ভারত

(গ) ব্রিটেন (ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর মূলক প্রশ্ন

১। সংবিধানের সংজ্ঞা দিন।

২। সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ কী কী?

৩। অলিখিত সংবিধান কিভাবে গড়ে ওঠে?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (গ)

পাঠ-২ : সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

➡ সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি

বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সংবিধান একই পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়নি বা গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সংবিধান গড়ে উঠেছে। তবে অধ্যাপক গেটেলসহ অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে চারটি পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশের সংবিধান গড়ে উঠেছে। এগুলো হচ্ছে–

১. মঞ্জুরি বা অনুমোদনের দ্বারা।
২. আলাপ-আলোচনা বা গণপরিষদ দ্বারা রচনা।
৩. বিপ্লবের মাধ্যমে।
৪. বিবর্তনের মাধ্যমে।

নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো –

(১) **মঞ্জুরি বা অনুমোদনের মাধ্যমে :** অতীতকালে প্রায় সব দেশে স্বৈরাচারী শাসন বিদ্যমান ছিল। এরূপ শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। রাজার আদেশই ছিল আইন বা সংবিধান। তারা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। কালক্রমে রাজার ক্ষমতা হ্রাস পায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা হয়। গণ-অসন্তোষ দেখা দেয়। ফলে রাজা স্বেচ্ছায় অথবা বিপ্লবের ভয়ে জনগণের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাজা বা শাসক দলিল বা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে জনগণের হাতে বেশ কিছু ক্ষমতা ও অধিকার ছেড়ে দেয়। এভাবে মঞ্জুরি বা অনুমোদনের মাধ্যমে সংবিধান গড়ে ওঠে। রাজতান্ত্রিক জাপান ও নেপালের সংবিধান এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) **গণ-পরিষদ দ্বারা রচনা :** নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সকল রাষ্ট্রের সংবিধান এ পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনকারী কর্তৃপক্ষ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করেন। গণ-পরিষদ সংবিধানের খসড়ার উপর আলোচনা ও বিতর্কের পর সংবিধান প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত এবং পাকিস্তানের সংবিধান এ পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে। সংবিধান প্রণয়ন বা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা স্বাভাবিক, গণতান্ত্রিক ও আধুনিক পদ্ধতি বলে অভিহিত করেছেন।

(৩) **বিপ্লবের মাধ্যমে :** বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রেই বিপ্লবের মাধ্যমে সংবিধান লাভ করেছে। প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবের মাধ্যমে শাসক ও শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। নতুন শাসক গোষ্ঠী বিপ্লবী পরিষদের মাধ্যমে নতুন সংবিধান তৈরি করে। স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিপব ঘটিয়ে এরূপ সংবিধান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও ফ্রান্সের সংবিধান এ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(৪) **বিবর্তনের মাধ্যমে :** সংবিধান ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কোন গোষ্ঠীর দ্বারা নয় বরং দেশের প্রচলিত আচার, রীতি-নীতির গভীর প্রভাবে সেগুলো সংবিধানের ধারায় পরিণত হয়। শাসকগোষ্ঠী সেগুলোকে উপেক্ষা করতে পারে না। বরং মেনে চলে। ব্রিটেনের সংবিধান এভাবে গড়ে উঠেছে। তাই বলা হয় যে ব্রিটিশ সংবিধান তৈরি করা হয়নি, গড়ে উঠেছে।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সংবিধান গড়ে উঠেছে। কোন দেশে মঞ্জুরি বা অনুমোদন দ্বারা কোথাও আলাপ-আলোচনা বা ইচ্ছাকৃত রচনা দ্বারা, কোন দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে আবার কোথাও বিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধান গড়ে উঠেছে। কোন একক প্রক্রিয়ায় বিশ্বের কোন দেশে সংবিধান গড়ে উঠেনি। বিভিন্ন দেশের সংবিধান বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফসল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গেটেলের মতে সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হল

(ক) ছয়টি (খ) পাঁচটি

(গ) চারটি (ঘ) সাতটি

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সংবিধান প্রতিষ্ঠার কোন পদ্ধতিকে স্বাভাবিক, গণতান্ত্রিক এবং আধুনিক বলেছেন-

(ক) গণপরিষদ দ্বারা রচনা (খ) মঞ্জুরি বা অনুমোদন

(গ) বিপ্লবের মাধ্যমে (ঘ) বিবর্তনের মাধ্যমে

৩। বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে-

(ক) বাংলাদেশের সংবিধান (খ) রাশিয়ার সবিধান

(গ) ব্রিটেনের সংবিধান (ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিগুলো কী কী?

২। সংবিধান প্রতিষ্ঠার মঞ্জুরি বা অনুমোদন পদ্ধতি সম্পর্কে কী জানেন?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিগুলো আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরামালা

১। (গ), ২। (ক), ৩। (গ)

পাঠ-৩ : উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক রাষ্ট্র তার পছন্দসই যে জীবন পদ্ধতি বেছে নেয় তা-ই সংবিধান। একটি দেশের সংবিধান যত উত্তম সে দেশের শাসন ব্যবস্থাও তত উন্নত এবং সে জাতিও তত আধুনিক। সংবিধান একটি জাতির ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, সভ্যতা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির দর্পণ স্বরূপ। তাই প্রত্যেক জাতির সংবিধান উত্তম হওয়া বাঞ্ছনীয়। একটি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। **সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট :** উত্তম সংবিধান লিখিত ও সুস্পষ্ট হবে। সংবিধানের প্রয়োজনীয় ধারাগুলো লিপিবদ্ধ থাকবে এবং অর্থের দিক থেকে সুস্পষ্ট হবে। যাতে সংবিধানের অর্থ বা ব্যাখ্যা নিয়ে কোনরূপ মতভেদ সৃষ্টি না হয়। সংবিধানের ধারাসমূহ হবে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট।

২। **লিখিত :** সংবিধান লিখিত হওয়াই উত্তম। লিখিত সংবিধান অধিকতর সুনির্দিষ্ট।

৩। **সংক্ষিপ্ততা :** উত্তম সংবিধান সংক্ষিপ্ত হবে। অযথা অধিক বিবরণ উত্তম সংবিধানের কাম্য নয়। অবশ্যপালনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো শুধু সংবিধানে স্থান পাবে।

৪। **মধ্যম প্রকৃতির :** সংশোধনের দিক থেকে উত্তম সংবিধান মধ্যম অবস্থানে থাকবে। সংশোধন পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল অথবা একেবারে সহজ হবে না। জাতীয় প্রয়োজনে সংবিধান যেন সংশোধন করার সহজ ব্যবস্থা থাকে।

৫। **মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ :** উত্তম সংবিধান অবশ্যই জনগণের মৌলিক অধিকার সম্বলিত দলিল হবে। মৌলিক অধিকারের উল্লেখ স্বেচ্ছাচারের পথ রোধ করে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করে। সংবিধান নাগরিক অধিকারের গ্যারান্টি। তাই উত্তম সংবিধানে নাগরিক জীবনের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকারগুলো অবশ্য থাকতে হবে।

৬। **যুগোপযোগিতা :** সংবিধানকে যুগোপযোগী হতে হবে। একে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

৭। **জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও মূলনীতির উল্লেখ :** সংবিধান একটি জাতির জীবন-দর্পণ। এজন্য উত্তম সংবিধানে জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের উল্লেখ থাকবে এবং সমগ্র সংবিধানে তার ছাপ থাকবে।

উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য কোনো সংবিধানে বিদ্যমান থাকলে তাকে উত্তম সংবিধান বলা যাবে।

সারসংক্ষেপ

কোন দেশের সংবিধান যত উৎকৃষ্ট, সে দেশ ও সে জাতি তত উন্নত। তাই প্রত্যেক দেশে উত্তম সংবিধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। উত্তম সংবিধানে সুস্পষ্ট, লিখিত, সংক্ষিপ্ত, মধ্যম প্রকৃতির মৌলিক অধিকার সম্বলিত, যুগোপযোগী এবং জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বলিত হওয়া প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

(ক) সঠিক উত্তরটি লিখুন

১। রাষ্ট্র যে জীবন পদ্ধতি বেছে নেয় তা-ই সেই রাষ্ট্রের–

(ক) সরকার (খ) আইনসভা

(গ) সংবিধান (ঘ) সার্বভৌমত্ব

২। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় এ দুয়ের মাঝামাঝি সংবিধানের পরিচয় হল–

(ক) সংক্ষিপ্ত (খ) মধ্যম-প্রকৃতির

(গ) দীর্ঘ (ঘ) নাতিদীর্ঘ

৩। জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও মূলনীতি সংবিধানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজনীয় কেননা সংবিধান হল

(ক) অতি প্রয়োজনীয় দলিল (খ) একটি জাতির জীবন-দর্পণ

(গ) নাগরিকগণের অধিকার রক্ষাকারী (ঘ) যুগোপযোগী

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উত্তম সংবিধান কাকে বলা যাবে?

২. উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য কী কী?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (খ), ৩। (ক)